

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

21311 - মুহররম মাসে অধিকি নফল রোজা রাখার ফজলিত

প্রশ্ন

প্রশ্ন: মুহররম মাসে অধিকি রোজা রাখা কিসুননত? অন্য মাসের উপর এ মাসের কিকোন বশিষেত্ব আছে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আরবী মাসগুলোর প্রথম মাস হচ্ছে- মুহররম। এটি চারটি হারাম মাসের একটি। আল্লাহ তাআলা বলেন: “নশ্চয় আল্লাহর নকিট, লওহে মাহফুজ (বছরে) মাসের সংখ্যা বারটি আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে। তন্মধ্যে চারটি হারাম (সম্মানতি)। এটিই সরল বখান। সুতরাং এ মাসগুলোতে তোমরা নজিদেরে প্রতিজ্ঞা করো না।” [সূরা তওবা, আয়াত: ৩৬]

সহি বুখারি (৩১৬৭) ও সহি মুসলিম (১৬) এ আবু বাকরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেন: “আল্লাহ আসমান-জমনি সৃষ্টিকালে সময়ক ঠিকি যতোবে সৃষ্টি করছেন এখন সময় সে অবস্থায় ফরি এল। বছর হচ্ছে- বার মাস। এর মধ্যে চার মাস- হারাম (নষিদিহ)। চারটির মধ্যে তিনিটি ধারাবাহিক: যুলক্বদ, যুলহজ্জ ও মুহররম। আর হচ্ছে- (মুদার গোটররে) রজব মাস; যটে জুমাদাল আখরো ও শাবান মাস এর মধ্যবর্তী।”

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, রমজানের পর সবচেয়ে উত্তম রোজা হচ্ছে মুহররম মাসের রোজা। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “রমজানের পর সবচেয়ে উত্তম রোজা হচ্ছে- আল্লাহর মাস ‘মুহররম’ এর রোজা। আর ফরজ নামাজের পর সবচেয়ে উত্তম নামায হচ্ছে- রাত্রিকালীন নামায।” [সহি মুসলিম (১১৬৩)]

হাদসি: ‘আল্লাহর মাস’ বলে মাসকে আল্লাহর সাথে সম্বন্ধিত করা হয়েছে মাসটির মর্যাদা তুলে ধরতে। আল-ক্বারী বলেন: হাদসি থেকে বাহ্যতঃ মনে হচ্ছে- গোটো মুহররম মাস (রোজা রাখা) উদ্দেশ্য। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি রমজান ছাড়া আর কোন মাসের গোটো সময় রোজা রাখেননি। তাই এ হাদসি এ অর্থ গ্রহণ করতে হবে যে, মুহররম মাসে অধিকি রোজা রাখার ব্যাপারে উদ্ভুদ্ধ করা হয়েছে; গোটো মাস রোজা রাখা নয়।

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ
মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

আল্লাহই ভাল জানেন।